সূরা ৭৭ ঃ মুরসালাত, মাক্কী

(আয়াত ৫০, রুকূ ২)

٧٧ – سورة المرسلات، مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٥٠، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

মুরসালাত সূরাটি মাগরিবের সালাতে পাঠ করার বিবরণ

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ 'একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিনার গুহায় ছিলাম এমতাবস্থায় وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا সূরাটি অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরাটি তিলাওয়াত করছিলেন এবং আমি তা শুনে মুখস্থ করছিলাম। হঠাৎ একটি সর্প আমাদের উপর লাফিয়ে পড়ে। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'সাপটিকে মেরে ফেল।' আমরা তাড়াহুড়া করে সাপটিকে মারতে গেলাম, কিন্তু দেখি যে, সে পালিয়ে গেছে। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'সে তোমাদের অনিষ্টতা হতে রক্ষা পেয়েছে এবং তোমরাও তার অনিষ্টতা হতে রক্ষা পেয়েছ।' (ফাতহুল বারী ৪/৪২) ইমাম মুসলিমও (রহঃ) এ হাদীসটি আমাশ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। (মুসলিম ৪/১৭৫৫)

মুসনাদ আহমাদে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁর মা (উম্মে ফযল রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا সূরাটি মাগরিবের সালাতে পাঠ করতে শোনেন। (আহমাদ ৬/৩৩৮)

অন্য হাদীসে আছে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে মালিক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এ সূরাটি পড়তে শুনে উম্মে ফযল (রাঃ) বলেন ঃ 'হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি এই সূরাটি পাঠ করে আমাকে এ কথাটি স্মরণ করিয়ে দিলে যে, আমি শেষ বার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সূরাটি মাগরিবের সালাতে পাঠ করতে শুনেছি।' (মুআত্তা ১/৭৮, ফাতহুল বারী ২/২৮৭, মুসলিম ১/৩৩৮)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
১। শপথ কল্যাণ স্বরূপ প্রেরিত বায়ুর;	١. وَٱلْمُرْسَلَـٰتِ عُرْفًا

২। আর প্রলয়ংকরী ঝটিকার;	٢. فَٱلْعَٰصِفَٰتِ عَصْفًا
৩। শপথ সঞ্চালনকারী বায়ুর;	٣. وَٱلنَّٰشِرَٰتِ نَشْرًا
৪। আর মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্নকারী বায়ুর।	٤. فَٱلْفَٰرِقَٰتِ فَرْقًا
৫। এবং তার, যে মানুষের অন্তরে পৌঁছে দেয় উপদেশ -	٥. فَٱلْمُلْقِيَٰتِ ذِكْرًا
৬। অনুশোচনা স্বরূপ অথবা সতর্কতা স্বরূপ।	٦. عُذْرًا أَوْ نُذْرًا
৭। তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যম্ভাবী।	٧. إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَٰقِعٌ
৮। যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হবে,	٨. فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ
৯। যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে,	٩. وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتْ
১০। এবং যখন পর্বতমালা উম্মুলিত ও বিক্ষিপ্ত হবে,	١٠. وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتْ
১১। এবং রাসূলগণের নিরূপিত সময় উপস্থিত হবে।	١١. وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتْ
১২। এই সমূদয় স্থগিত রাখা হয়েছে কোন্ দিনের জন্য?	١٢. لِأَىِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ
১৩। বিচার দিনের জন্য।	١٣. لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ
১৪। বিচার দিন সম্বন্ধে তুমি জান কি?	١٤. وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ

	ٱلْفَصْلِ
১৫। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।	١٥. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

আল্লাহর বিভিন্ন বিষয়ের শপথের মাধ্যমে পরকাল সম্পর্কে বিবরণ প্রকাশ

কিছু সংখ্যক সাহাবী, তাবেয়ী প্রমুখ হতে বর্ণিত আছে যে, উল্লিখিত শপথগুলি এসব গুণ বিশিষ্ট মালাইকার নামে করা হয়েছে। ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا এর عُرْفًا *(উরফা)* এর অর্থ হচ্ছে মালাইকা/ফেরেশতা। আবূ হুরাইরাহর (রাঃ) বরাতেই অন্য এক বর্ণনায় মাসরুক (রহঃ), আবূ দারদাহ (রহঃ) এবং মুজাহিদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। সুদ্দী (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাসও (রহঃ) অন্য এক বর্ণনায় অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। আবূ সালিহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, তাঁরা হলেন নাবী-রাসূলগণ। তারই অন্য এক বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি এর অর্থ করেছেন মালাইকা/ফেরেশতা। তিনি আরও বলেন যে, *'আল আসিফাত'*, *'আন নাশিরাত'*, *'আল ফারিকাত'* এবং *'আল মুলকিয়াত'* শব্দগুলির অর্থ হচ্ছে মালাইকা।

সুফিয়ান শাওরী (রহঃ) সালামাহ ইব্‌ন কুহাইল (রহঃ) থেকে, তিনি মুসলিম আল বাতিন (রহঃ) থেকে, তিনি আবুল উবাইদাইন (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয় যে, *'আল মুরসালাত উরফা'* এর অর্থ কি? তিনি উত্তরে বলেন, ইহা হল বায়ু। (তাবারী) তিনি আরও বলেন যে, *'আল আসিফাত' 'আন্ নাশিরাত'* ইত্যাদিরও অর্থ হচ্ছে বায়ু। (তাবারী ২৪/১২৪, ১২৫) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ অর্থ করেছেন। ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) *'আল আসিফাত আসফা'* শব্দের ব্যাপারে ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) উক্তিকে এবং যারা তার অনুরূপ মন্তব্য করেছেন তাদেরকে দৃঢ়তার সাথে সমর্থন করেছেন। তবে তিনি (ইব্‌ন জারীর) *'আন নাসিরাত নাসরা'* সম্পর্কে কোন কিছু বলেননি যে, উহা মালাইকা নাকি বায়ু। আবূ সালিহ (রহঃ) হতে একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যে, তিনি বলেছেন *'আন নাসিরাত নাসরা'* শব্দের

অর্থ হচ্ছে বৃষ্টি। সঠিক উত্তর খুঁজে পাবার জন্য আমরা নিম্নের আয়াতসমূহের প্রতি লক্ষ্য করতে পারি ঃ

وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَٰحَ لَوَٰقِحَ

আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু প্রেরণ করি। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ২২) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦ

সেই আল্লাহই স্বীয় রাহমাতের (বৃষ্টির) আগে আগে বাতাসকে সুসংবাদ বহনকারী রূপে প্রেরণ করেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৭)

عَاصِفَات দ্বারাও বায়ুকে বুঝানো হয়েছে। (আরাবীয় ভাষায়) এর অর্থ করা হয় যে, এটা সামান্য জোরে প্রবহমান শব্দকারী বায়ু। **نَشِرَات** দ্বারাও উদ্দেশ্য হল বায়ু যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেদিকে হুকুম করেন সেই দিকে মেঘমালাকে আকাশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, **فَالْفَارِقَات فَرْقًا. فَالْمُلْقِيَات ذِكْرًا. عُذْرًا أَوْ نُذْرًا** *আর মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্নকারী বায়ুর এবং তার, যে মানুষের অন্তরে পৌঁছে দেয় উপদেশ, অনুশোচনা স্বরূপ অথবা সতর্কতা স্বরূপ।*

ইব্ন মাসউদ (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মাসরুক (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং শাউরী (রহঃ) বলেন ঃ **فَارِقَات** এবং **مُلْقِيَات** দ্বারা মালাইকাকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৪/১২৮, ১২৯) এ বিষয়ে কারও কোন দ্বিমত নেই। কারণ তারাই হলেন উত্তম বাণী বাহক যারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে রাসূলদের কাছে অহী নিয়ে আসেন, যাঁরা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে রাসূলদের কাছে অহী নিয়ে আসেন, যার দ্বারা সত্য-মিথ্যা, হালাল-হারাম এবং গুমরাহী ও হিদায়াতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়, যাতে লোকদের ওযরের কোন অবকাশ না থাকে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা সতর্ক হয়ে যায়। এই শপথগুলির পর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ যে দিনের তোমাদেরকে ওয়াদা দেয়া হয়েছে, যে দিন তোমরা প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সবাই নিজ নিজ কাবর হতে পুনর্জীবিত হয়ে উত্থিত হবে এবং নিজেদের কৃতকর্মের ফল পাবে, সৎ কাজের পুরস্কার ও পাপকর্মের শাস্তি প্রাপ্ত হবে, শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে এবং এক সমতল

মাইদানে তোমরা সবাই একত্রিত হবে, সেই ওয়াদা নিশ্চিত রূপে সত্য, এটা অবশ্যই হবে। যারা উত্তম আমল করেছে তাদেরকে ঐ দিন উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে এবং যারা খারাপ আমলকারীদেরকে পুরস্কৃত করা হবে কঠোর শাস্তি দানের মাধ্যমে।

বিচার দিবসের আলামত

বলা হয়েছে فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ঐ দিন তারকারাজি কিরণহীন হয়ে যাবে এবং ওগুলির ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে যাবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ

যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে। (সূরা তাক্‌ভীর, ৮১ ঃ ২) অন্যত্র বলেন ঃ

وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ ٱنتَثَرَتْ

যখন নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে। (সূরা ইন্‌ফিতার, ৮২ ঃ ২)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও টুকরা টুকরা হয়ে যাবে এবং পবর্তমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে উড়ে যাবে। এমনকি ওর কোন নাম নিশানাও থাকবেনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا

তারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, তুমি বল ঃ আমার রাব্ব ওগুলিকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১০৫)

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَـٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا

স্মরণ কর সেদিনের কথা যেদিন আমি পর্বতকে করব উম্মিলিত এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে একটি শূন্য প্রান্তর; সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত করব এবং তাদের কেহকেও অব্যহতি দিবনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৭) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ রাসূলগণকে যখন নিরূপিত সময়ে উপস্থিত করা হবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ

যে দিন আল্লাহ সমস্ত রাসূলদেরকে সমবেত করবেন। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১০৯) যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَٰبُ وَجِاْىٓءَ بِٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

যমীন ওর রবের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা পেশ করা হবে এবং নাবীদেরকে ও সাক্ষীদেরকে হাযির করা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে ও তাদের প্রতি যুল্ম করা হবেনা। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬৯)

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ এই সমুদয় স্থগিত রাখা হয়েছে কোন্ দিনের জন্য? বিচার দিনের জন্য। বিচার দিন সম্বন্ধে তুমি কী জান? সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। ঐ রাসূলদেরকে থামিয়ে রাখা হয়েছিল এ জন্য যে, কিয়ামাতের দিন ফাইসালা করা হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِۦ رُسُلَهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ ۖ وَبَرَزُوا۟ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ

তুমি কখনও মনে করনা যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন; আল্লাহ পরাক্রমশালী, দন্ড বিধায়ক। যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমন্ডলীও এবং মানুষ উপস্থিত হবে আল্লাহর সামনে, যিনি এক, পরাক্রমশালী। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪৭-৪৮) ঐ দিনকেই এখানে ফাইসালার দিন বলা হয়েছে। ঐ দিনকে অস্বীকারকারীর জন্য বড়ই দুর্ভোগ!

১৬। আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করিনি?	١٦. أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ
১৭। অতঃপর আমি পরবর্তীদেরকে তাদের অনুগামী করব।	١٧. ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْءَاخِرِينَ
১৮। অপরাধীদের প্রতি আমি এরূপই করে থাকি।	١٨. كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ
১৯। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।	١٩. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

২০। আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি হতে সৃষ্টি করিনি?	٢٠. أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ
২১। অতঃপর আমি তা স্থাপন করেছি নিরাপদ আধারে।	٢١. فَجَعَلْنَٰهُ فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ
২২। এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত।	٢٢. إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ
২৩। আমি এটাকে গঠন করেছি পরিমিতভাবে, আমি কত নিপুণ স্রষ্টা।	٢٣. فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَٰدِرُونَ
২৪। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।	٢٤. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
২৫। আমি কি ভূমিকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারী রূপে -	٢٥. أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا
২৬। জীবিত ও মৃতের জন্য?	٢٦. أَحْيَآءً وَأَمْوَٰتًا
২৭। আমি তাতে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা এবং তোমাদেরকে দিয়েছি সুপেয় পানি।	٢٧. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ شَٰمِخَٰتٍ وَأَسْقَيْنَٰكُم مَّآءً فُرَاتًا
২৮। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।	٢٨. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

আল্লাহর অনুগ্রহের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার উপদেশ

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ তোমাদের পূর্বেও যারা আমার রাসূলদের রিসালাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তাদেরকে আমি নির্মূল করেছি। ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ তাদের পরে অন্যেরা এসেছে এবং তারাও অনুরূপ কাজ করছে, ফলে তাদেরকেও আমি ধ্বংস করব।

كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ আমি অপরাধীদের প্রতি এরূপই করে থাকি। কিয়ামাতের দিন অবিশ্বাসকারীদের কি দুর্গতিই না হবে!

অতঃপর স্বীয় মাখলূককে মহান আল্লাহ নিজের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এবং কিয়ামাত অস্বীকারকারীদের সামনে দলীল পেশ করছেন, أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ তিনি তাদেরকে তুচ্ছ পানি (শুক্র) হতে সৃষ্টি করেছেন যা বিশ্ব সৃষ্টিকর্তার সামনে ছিল অতি নগণ্য জিনিস। যেমন সূরা ইয়াসীনের তাফসীরে বিশর ইব্ন জাহহাশ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে ঃ 'হে আদম সন্তান! তুমি আমাকে কি করে অপারগ মনে করলে? অথচ আমি তোমাকে এরূপ (তুচ্ছ ও নগণ্য) জিনিস হতে সৃষ্টি করেছি!' (আহমাদ ৪/২১০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ অতঃপর আমি ওটাকে স্থাপন করেছি নিরাপদ আধারে। অর্থাৎ ঐ পানিকে আমি রেহেমে জমা করেছি যা ঐ পানির জমা হওয়ার জায়গা। ওটাকে আমি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছি ও নিরাপদে রেখেছি। অর্থাৎ ছয় মাস বা নয় মাস। আমি এটাকে গঠন করেছি পরিমিতভাবে, কত নিপুণ স্রষ্টা আমি! এরপরেও যদি ঐ দিনকে বিশ্বাস না কর তাহলে বিশ্বাস রেখ যে, কিয়ামাতের দিন তোমাদেরকে বড়ই আফসোস ও দুঃখ করতে হবে। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ আমি যমীনের উপর কি এই সুযোগ দিইনি যে, সে তোমাদের জীবিতাবস্থায় তোমাদেরকে স্বীয় পৃষ্ঠে বহন করছে এবং তোমাদের মৃত্যুর পরেও তোমাদেরকে নিজের পেটের মধ্যে লুকিয়ে রাখছে? শা'বী (রহঃ) বলেন যে, পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ অংশ ধারণ করছে মৃতকে এবং বহির্ভাগ ধারণ করে আছে জীবিতদেরকে। (তাবারী ২৪/১৩৪) মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ যমীন যাতে হেলে-দুলে না পড়ে তজ্জন্যে আমি ওতে সুউচ্চ পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তোমাদেরকে দিয়েছি মেঘ হতে বর্ষিত পানি এবং ঝর্ণা হতে প্রবাহিত সুপেয় পানি। এসব নি'আমাত প্রাপ্তির পরেও যদি তোমরা আমার কথাকে অবিশ্বাস কর তাহলে জেনে রেখ যে, এমন এক সময় আসবে যখন তোমরা দুঃখ ও আফসোস করবে, কিন্তু তখন তা কোনই কাজে আসবেনা!

২৯। তোমরা যাকে অস্বীকার করতে, চল তারই দিকে।	٢٩. ٱنطَلِقُوٓاْ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ
৩০। চল তিন কুন্ডল বিশিষ্ট ছায়ার দিকে।	٣٠. ٱنطَلِقُوٓاْ إِلَىٰ ظِلٍّ ذِى ثَلَٰثِ شُعَبٍ
৩১। যে ছায়া শীতল নয় এবং যা রক্ষা করেনা অগ্নি শিখা হতে।	٣١. لَّا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ
৩২। ইহা উৎক্ষেপ করবে অট্টালিকা তুল্য বৃহৎ স্ফুলিংগ।	٣٢. إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَرٍ كَٱلْقَصْرِ
৩৩। উহা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী সদৃশ।	٣٣. كَأَنَّهُۥ جِمَٰلَتٌ صُفْرٌ
৩৪। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।	٣٤. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
৩৫। ইহা এমন একদিন যেদিন কারও বাকস্ফুর্তি হবেনা।	٣٥. هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ
৩৬। এবং তাদেরকে ওয্র পেশ করার অনুমতি দেয়া হবেনা।	٣٦. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ
৩৭। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।	٣٧. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
৩৮। ইহাই ফাইসালার দিন, আমি একত্রিত করব তোমাদেরকে এবং	٣٨. هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ۖ

পূর্ববর্তীদেরকে।	جَمَعْنَٰكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ
৩৯। তোমাদের কোন অপকৌশল থাকলে তা প্রয়োগ কর আমার বিরুদ্ধে।	٣٩. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ
৪০। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।	٤٠. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

কাফিরদেরকে তাদের গন্তব্যস্থল জাহান্নামে যেভাবে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে

যে কাফিরেরা কিয়ামাতের দিনকে, পুরস্কার ও শাস্তিকে এবং জান্নাত ও জাহান্নামকে অবিশ্বাস করত তাদেরকে কিয়ামাতের দিন বলা হবে ঃ انطَلِقُوا إِلَى انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ.مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ তোমরা দুনিয়ায় যে শাস্তি ও জাহান্নামকে মানতেনা তা আজ বিদ্যমান রয়েছে। তাতে প্রবেশ কর। ওর অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত রয়েছে এবং উঁচু হয়ে হয়ে তাতে তিনটি ভাগ হয়ে গেছে। সাথে সাথে ধুম্রও উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে, ফলে মনে হচ্ছে যেন নীচে ছায়া পড়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওটা ছায়া নয় এবং এটা আগুনের তেজস্বিতা বা প্রখরতাকে কিছু কমিয়েও দিচ্ছেনা।

জাহান্নাম এত তেজ, গরম এবং অধিক অগ্নি বিশিষ্ট যে, ওর যে অগ্নি স্ফুলিঙ্গগুলি উড়ে যায় সেগুলি, ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) বর্ণনা মতে, এক একটা দুর্গের মত। (তাবারী ২৪/১৬৩) যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং মালিকের (রহঃ) মতে তা যেন বড় বড় গাছের গুঁড়ির মত। (তাবারী ২৪/১৩৮)

كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ *উহা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী সদৃশ।* মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে কালো উট। ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এ অর্থকে সমর্থন করেছেন।

إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, গৃহ নির্মাণ করার জন্য আমরা যেন তিন হাত অথবা তারচেয়ে বড় কাঠ ব্যবহার করি। আমরা একে বলতাম '*আল কাসর*'। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) جِمَالَتٌ صُفْرٌ এর অর্থ করেছেন জাহাজের রজ্জু বা রশি। জাহাজের রশি পেঁচিয়ে জড়ো করলে যেমন ওগুলি মানুষের শরীরের ভিতরের নাড়ি-ভূড়ির মত মনে হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৫৫৬) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ঐ দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।

কিয়ামাত দিবসে কাফিরেরা কথা বলতে পারবেনা এবং তাদেরকে কোন অজুহাত পেশ করারও সুযোগ দেয়া হবেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ আজকে অর্থাৎ কিয়ামাত দিবসে তারা কিছু বলতেও পারবেনা এবং তাদেরকে কোন ওযর পেশ করার অনুমিতও দেয়া হবেনা। কেননা তাদের যুক্তি-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েই গেছে এবং যালিমদের উপর আল্লাহর কথা সাব্যস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং আর তাদের কোন কথা বলার অনুমতি নেই।

কুরআনুল কারীমে কাফিরদের কথা বলা এবং ওযর পেশ করারও বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং তখন ভাবার্থ হবে এই যে, হুজ্জত বা যুক্তি-প্রমাণ কায়েম হয়ে যাওয়ার পূর্বে তারা ওযর ইত্যাদি পেশ করবে। অতঃপর যখন সবকিছু ভেঙ্গে দেয়া হবে এবং যুক্তি-প্রমাণ পেশ হয়ে যাবে তখন কথা বলার এবং ওযর-আপত্তি পেশ করার আর কোন সুযোগ থাকবেনা। মোট কথা, হাশরের মাইদানের বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং জনগণের বিভিন্ন অবস্থা হবে। কোন সময় এটা হবে এবং কোন সময় ওটা হবে। এ জন্যই এখানে প্রত্যেক কথা বা বাক্যের শেষে অবিশ্বাসকারীদের দুর্ভোগের খবর দেয়া হয়েছে। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ. এটাই ফাইসালার দিন। এখানে আমি তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকেই একত্রিত করেছি। এখন আমার বিরুদ্ধে তোমাদের কোন অপকৌশল থাকলে তা প্রয়োগ কর। এটা সৃষ্টিকর্তা

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার তাঁর বান্দাদের প্রতি কঠোর ধমক সূচক বাণী। তিনি কিয়ামাতের দিন স্বয়ং কাফিরদেরকে বলবেন ঃ

فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ তোমরা এখন নীরব রয়েছ কেন? আজ তোমাদের চালাকী-চতুরতা, সাহসিকতা এবং চক্রান্ত কোথায় গেল? দেখ, আজ আমি আমার ওয়াদা অনুযায়ী তোমাদের সকলকেই এক মাইদানে একত্রিত করেছি। যদি কোন কৌশল করে আমার হাত হতে ছুটে যাবার কোন পথ বের করতে পার তাহলে তাতে কোন ত্রুটি করনা। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَـٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا۟ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُوا۟ ۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَـٰنٍ

হে জিন ও মানুষ সম্প্রদায়! আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার, অতিক্রম কর; কিন্তু তোমরা তা পারবেনা আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৩৩) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تَضُرُّونَهُۥ شَيْـًٔا

এবং তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৫৭) একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই মিলেও যদি আমার জন্য ভাল কিছু করতে চাও তাহলে তোমরা তা পারবেনা এবং তোমরা সবাই মিলে যদি আমার ক্ষতি করতে চাও তাহলে তা করতেও সক্ষম হবেনা। (মুসলিম ৪/১৯৯৪)

৪১। মুত্তাকীরা থাকবে ছায়ায় ও প্রস্রবণ বহুল স্থানে।	٤١. إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى ظِلَـٰلٍ وَعُيُونٍ
৪২। তাদের বাঞ্ছিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে।	٤٢. وَفَوَٰكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ
৪৩। তোমাদের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির	٤٣. كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَا

সাথে পানাহার কর।	كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
৪৪। এভাবে আমি সৎ কর্মপরায়ণ-দেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।	٤٤. إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ
৪৫। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।	٤٥. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
৪৬। তোমরা পানাহার কর এবং ভোগ করে লও অল্প কিছুদিন, তোমরাতো অপরাধী।	٤٦. كُلُوا۟ وَتَمَتَّعُوا۟ قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ
৪৭। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।	٤٧. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
৪৮। যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ 'আল্লাহর প্রতি নত হও', তারা নত হয়না।	٤٨. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُوا۟ لَا يَرْكَعُونَ
৪৯। সেদিন দুর্ভোগ অস্বীকার-কারীদের জন্য।	٤٩. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
৫০। সুতরাং তারা কোন্ কথায় এরপর বিশ্বাস স্থাপন করবে?	٥٠. فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ

আল্লাহ-ভীরুদের গন্তব্যস্থল

উপরে অসৎ লোকদের শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে, এখন এখানে সৎকর্মশীলদের পুরস্কারের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। যারা মুত্তাকী ও পরহেযগার ছিল, আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগীতে সদা লিপ্ত থাকত, ফারায়েয ও ওয়াজিবাতের পাবন্দ

থাকত, আল্লাহর নাফরমানী ও হারাম কার্যাবলী হতে বেঁচে থাকত, তারা কিয়ামাতের দিন জান্নাতে থাকবে। এখানে নানা প্রকারের নাহর প্রবাহিত রয়েছে। অপর দিকে পাপী ও অপরাধীরা কালো ও দুর্গন্ধময় ধূম্রের মধ্যে পরিবেষ্টিত থাকবে। আর সৎ আমলকারীগণ জান্নাতের ঘন, ঠাণ্ডা ও পরিপূর্ণ ছায়ায় আরামে শুইয়ে থাকবে। তাদের সামনে দিয়ে নির্মল প্রস্রবণ প্রবাহিত হবে। বিভিন্ন প্রকারের ফল-ফলাদি বিদ্যমান থাকবে, যেটা খেতে মন চাবে খেতে পারবে। কোন বাধা কিংবা প্রতিবন্ধকতা থাকবেনা। না কমে যাবার ভয় থাকবে, না ধ্বংস, না শেষ হয়ে যাবার আশংকা থাকবে। তারপর উৎসাহ বাড়ানোর জন্য ও মনের খুশি বৃদ্ধি করার উদ্দেশে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বার বার বলবেন ঃ হে আমার প্রিয় বান্দারা! হে জান্নাতবাসীরা! তোমরা মনের আনন্দে তৃপ্তির সাথে পানাহার করতে থাক। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। তবে হ্যাঁ, মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য আজ বড়ই দুর্ভোগ!

বিচার দিবস অস্বীকারকারীদের প্রতি হুশিয়ারী

এরপর অবিশ্বাসকারীদেরকে ধমকের সুরে বলা হচ্ছে ঃ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ তোমরা পানাহার কর ও ভোগ করে নাও অল্প কিছু দিন, তোমরাতো অপরাধী। সুতরাং সত্বরই এসব নি'আমাত শেষ ও ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তোমাদেরকে মৃত্যুর ঘাটে অবতরণ করতে হবে। অতঃপর পরিণামে তোমরা জাহান্নামেই যাবে। তোমাদের দুর্ষ্কম ও অন্যায় কার্যকলাপের শাস্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট তৈরী রয়েছে। তাদের জন্য বড়ই দুর্ভোগ! যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৪) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. مَتَٰعٌ فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ

যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে নিশ্চয়ই তারা সফলকাম হবেনা। এটা দুনিয়ার সামান্য আরাম-আয়েশ মাত্র, অতঃপর আমারই দিকে তাদের ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর বিনিময়ে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬৯-৭০) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ এই অজ্ঞ অস্বীকারকারীদেরকে যখন বলা হয়, তোমরা আল্লাহর সামনে নত হয়ে যাও, জামা'আতের সাথে সালাত আদায় কর, তখন তা হতেও তারা বিমুখ হয়ে যায় এবং ওটাকে ঘৃণার চোখে দেখে ও অহংকারের সাথে অস্বীকার করে। এই মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য কিয়ামাতের দিন বড়ই দুর্ভোগ ও বিপদ রয়েছে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ এ লোকগুলো যখন এই পবিত্র কালামের আহ্বানের প্রতি ঈমান আনছেনা তখন আর কোন্ কালামের উপর তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে! যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَبِأَيِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ يُؤْمِنُونَ

সুতরাং আল্লাহ এবং তাঁর আয়াতের পরিবর্তে তারা আর কোন্ বাণীতে বিশ্বাস করবে? (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ৬)

উনত্রিশতম পারা এবং সূরা মুরসালাত -এর তাফসীর সমাপ্ত।